সংবাদ

তারিখ ... 12 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

পাঠ্যবই সঙ্কট কাটছে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাঠ্যবই সঙ্কট কাটছে না। তিন দফা সময় বাড়ানোর পরও মাধ্যমিক স্তরের সব বই বাজারে আসেনি। বই সঙ্কট নিরসন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব বই বাজারে ছাড়তে প্রকাশকদের আলটিমেটাম দিলেও প্রকাশকরা তা আমলে নেয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই বই বাজারে ছাড়ার সময় আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়। চুক্তি অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ লাখ বই বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র নেয়া বাকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মছির উদ্দিন। এদিকে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট সৃষ্টির জন্য গতকাল পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দায়ী প্রকাশকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং এ অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইন কঠোর করার দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন

পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

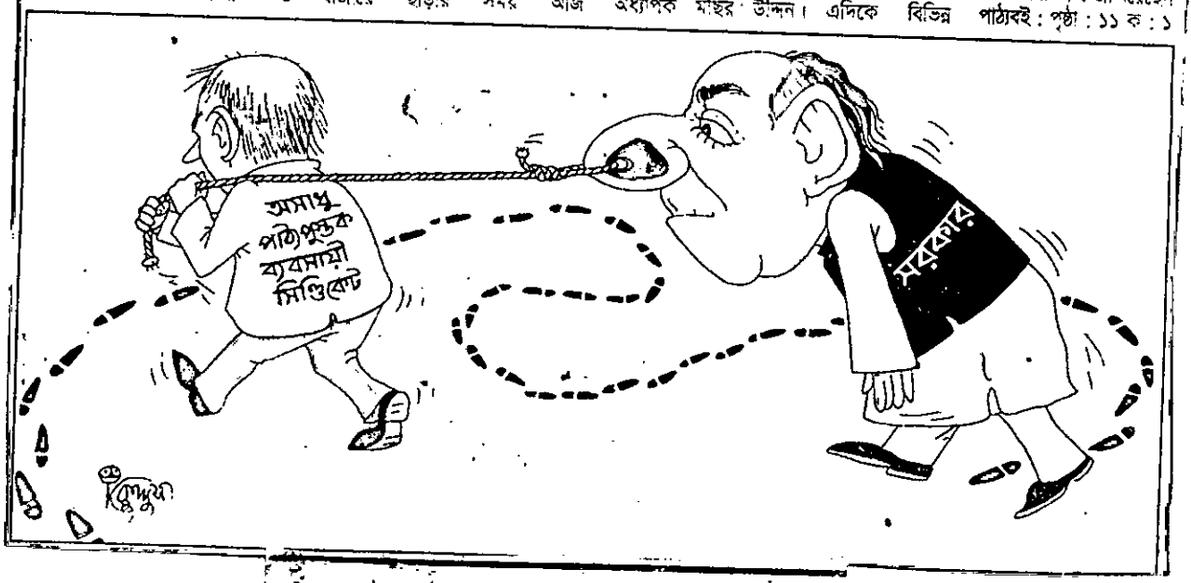

পাঠ্যবই : সঙ্কট কাটছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্তরের মানুষ। মাধ্যমিক স্তরের ২ কোটি ৬০ লাখ কপি বই ২১ জানুয়ারির মধ্যে বাজারে ছাড়ার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এনসিটিবি'র কাছ থেকে কাজ নেয়। এই বই ছাপানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে তারা ভর্তুকি মূল্যে প্রায় ৪ লাখ রিম কাগজ পায়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্ধেক বইও বাজারে ছাড়েনি তারা। ফলে বাজারে তীব্র বই সঙ্কট দেখা দেয়। বই সঙ্কট নিরসনে টাস্কফোর্স গঠন করলেও চুক্তি অনুযায়ী বই বাজারে ছাড়েনি প্রকাশকরা।

বই সঙ্কটের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মছির উদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, সর্বশেষ বেঁধে দেয়া সময় অনুযায়ী চুক্তির তৃতীয় কিস্তির সব বই বাজারে ছাড়ার সময় শেষ হবে কাল (আজ)। তৃতীয় কিস্তির ৭৫ লাখ বইয়ের মধ্যে আজ (গতকাল) পর্যন্ত ৬০ লাখ বই বিক্রির ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। এখনও ১৫ লাখ বই বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র নেয়নি প্রকাশকরা। তবে বাকি ১৫ লাখ বই কবে বাজারে ছাড়তে পারবে প্রকাশকরা সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন বলে জানান। তবে বই বাজারে ছাড়ার জন্য প্রকাশকদের ওপর টাস্কফোর্স ২৪ ঘণ্টা নজরদারি করছে বলে তিনি জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত কোন প্রকাশক বা অন্য কারও বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বই সঙ্কট সৃষ্টির জন্য কারা দায়ী সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সরকার ভর্তুকি দেয়ায় প্রকাশকরা মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপার জন্য রিম প্রতি ৬শ' টাকা দরে পায় ৪ লাখ রিম কাগজ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে। এই কাগজের বাজারমূল্য রিমপ্রতি ১৩শ' টাকা। ফলে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাড়তি মুনাফার জন্য এই সাদা কাগজ কালোবাজারে বিক্রি করে দেয়। অন্যদিকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাড়তি মুনাফার জন্য বই মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সঙ্কটের সৃষ্টি করে। প্রকাশকদের এই অপকর্মের কারণে বাজারে চরম বই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা খুচরা বিক্রেতারা দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও তাদের চাহিদা অনুযায়ী বই পায়নি। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান প্রকৃত মূল্যের কয়েক গুণ বেশি দামে, এবং পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে নোটবই নেয়ার শর্তে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বই বিক্রি করে। ফলে নতুন বছরের ৫২ দিন পার হলেও দেশের কোথাও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যবই পৌছায়নি।

সঙ্কট নিরসনের জন্য শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের কর্মকর্তারা বেশ কয়েক দফা প্রকাশকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বই বাজারে ছাড়ার শেষ সময় ২১ জানুয়ারি থেকে বাড়িয়ে প্রথম দফায় ৩১ জানুয়ারি করা হয়। এর পর এই সময় ৭ ফেব্রুয়ারি করা হয়।

অন্যদিকে বই সঙ্কটের সঙ্গে সম্পৃক্তদের খুঁজে বের করতে গত ৪ ফেব্রুয়ারি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স বাজার মনিটরিংসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারা ২৪ ঘণ্টা বাজারে অবস্থান নেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি টাস্কফোর্স সব বই বাজারে ছাড়ার জন্য ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়। কিন্তু তার পরও চুক্তির অনেক বই বাজারে আসেনি।